ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ৮ এপ্রিল ২০২১

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকারের চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ..... ৭
সভা-সমাবেশে বাধা ও রাজনৈতিক নিপীড়ন ৮
সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও গ্রেফতার ৮
হরতাল সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লংঘন ১২
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ১৪
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিবর্তনমূলক আইন ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৫
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ..... ১৬
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৭
সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৮
নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৮
দুর্নীতি দমন কমিশন ২৪
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ২৫
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২৫
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ২৫
গুম ২৭
কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৮
মৃত্যুদণ্ড ২৯
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৯
নারীর প্রতি সহিংসতা ৩০
ধর্ষণ ৩০
যৌন হয়রানি ৩০
যৌতুক সহিংসতা ৩১
এসিড সহিংসতা ৩১
শ্রমিকদের অধিকার ৩২
তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) সেক্টরের শ্রমিকদের অবস্থা ৩২
অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সেক্টরের শ্রমিকদের অবস্থা ৩৩
সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৩
প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৩৫
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসী মনোভাব ৩৫
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন ৩৭
মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী ও নৌবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৮
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৯
সুপারিশসমূহ ৪০

সারসংক্ষেপ

১. ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসের (জানুয়ারি-মার্চ) মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গণতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতা হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার মত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. চলতি বছরের প্রথম তিনমাসেও বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল সমাবেশে বাধা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের আটক করে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও হরতাল চালাকালে পুলিশের গুলিতে ১৯ জন নাগরিক নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন।

৩. ২০২১ সালের প্রথম তিনমাসে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লংঘিত হয়েছে। ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্য, ক্ষমতাসীনদলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১০ মাস ধরে কারাগারে আটক লেখক মুশতাক আহমেদ জামিন না পেয়ে কারাগারেই বন্দি অবস্থায় মারা যান। অভিযোগ আছে যে, গ্রেপ্তারের পর অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে মুশতাক আহমেদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

৪. গত তিনমাসে সারাদেশে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, শিক্ষার্থী, সাধারণ নাগরিকদের ওপর নৃশংসতা, পরিবেশ অধিকার আন্দোলনের কর্মীকে বোমা হামলায় জড়িত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার চেষ্টা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাতের ঘটনাসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

৫. ২০২১ সালের প্রথম তিনমাসের মানবাধিকার লঙ্ঘন গত বারো বছর ধরে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই একটি ধারাবাহিক রূপ। ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ সরকার। এই সময়ে সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সকল রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। এমনকি বিচার বিভাগকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২০১৪[১] এবং ২০১৮[২] সালে অনুষ্ঠিত প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের একতরফা নিয়ন্ত্রণ, ভোটকেন্দ্র দখল ও বিরোধীদলের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

---

[১]প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়, যা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২]এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা ছিল নজিরবিহীন।

৬. জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া ক্ষমতায় আসার কারণে সরকারের জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকা, অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা এবং দোষী ব্যক্তিদের দায়মুক্তির কারণে ২০২১ সালে নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছেন।

৭. বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনগুলোতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিদ্যমান থাকায় ২০২১ সালের প্রথম তিনমাসে বিপুল সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

৮. গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা বাংলাদেশে অহরহই ঘটছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে এবং গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোও ঘটছে।

৯. এই সময়ে ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বন্দি ছিল কারাগারগুলোতে। চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে আটক বন্দিদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

১০. গত তিন মাসে অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের পাশাপশি যৌন সহিংসতাও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যৌতুক নেয়া বেআইনী হওয়া সত্ত্বেও যৌতুকের জন্য নারীদের ওপর নিপীড়ন ও হত্যা একটি অপসংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১১. চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করার কারণে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করেছে।

১২. এই সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় ভাংচুর এবং লুটপাট করেছে দুবৃর্ত্তরা। এই ঘটনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া 'সংরক্ষিত বনভূমি দখলদারদের' নামে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের তাঁদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেছে সরকার।

১৩. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সীমান্তে এই সকল হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশী নাগরিকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঘটছে বলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মন্তব্য করলেও বাংলাদেশ সরকার এর কোন প্রতিবাদ করেনি।

১৪. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যদের হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে দুইটি আন্তর্জাতিক আদালতে তদন্ত চলছে। গত ১ ফেব্রুয়ারী মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সুচির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।[৩] এরপর থেকে মিয়ানমারে থাকা অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের দেশ ছাড়া করার জন্য ইতিমধ্যে বিদেশী নাগরিক হিসেবে নাম তালিকাভুক্তি করতে ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড (এনভিসি) নিতে চাপ সৃষ্টি করছে সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে চলমান প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং নতুন করে বাস্তুচ্যুত হবে রোহিঙ্গারা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে সরকার সব সময় সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সাল থেকে এই সরকার যে নিপীড়ন শুরু করেছিল ২০২১ সালেও তা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে চলার ব্যাপারে আদেশ

[৩] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-2-2&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

দেয়। ২০১৪ সালে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের[৪] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও তা নবায়ন করা হয়নি।

[৪]১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

জানুয়ারী-মার্চ ২০২১*					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২	৭	৩	১২
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	০	০	১
	গুলিতে নিহত	০	০	২১	২১
	মোট	৩	৭	২৪	৩৪
গুম		১	০	১০	১১
কারাগারে মৃত্যু		৩	৪	৩	১০
মৃত্যুদণ্ডাদেশ		৪০	৫৬	৫৬	১৫২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	০	১	২
	বাংলাদেশী আহত	২	২	০	৪
	মোট	৩	২	১	৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	১	০	১
	আহত	০	১	২	৩
	লাঞ্ছিত	৬	৩	২	১১
	আক্রমণ	০	৬	৬	১২
	হুমকির সম্মুখীন	০	০	২	২
	মোট	৬	১১	১২	২৯
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত	১০	৯	১১	৩০
	আহত	৭১৯	৬০০	৮২৬	২১৪৫
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		৯	১২	১৯	৪০
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)	৬৭	৪৬	৭১	১৮৪
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী	৪১	৪৫	৪০	১২৬
	বয়স জানা যায়নি	২	৫	০	৭
	মোট	১১০	৯৬	১১১	৩১৭
যৌন হয়রানীর শিকার		১১	৮	৮	২৭
এসিড সহিংসতা		৪	১	৪	৯
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১	১	৪
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার**		২	৩	১০	১৫

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

** প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/কমেন্ট করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সভা-সমাবেশে বাধা ও রাজনৈতিক নিপীড়ন

১. দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ বন্ধ করে দিয়ে বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কারণে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের দুবৃর্ত্তায়ন ও সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পাশাপশি নাগরিকদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার দমন-পীড়নের মাধ্যমে সংকুচিত করে এই কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও গ্রেফতার

২. ২০২১ সালের শুরু থেকেই সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করে তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। এই সময়ে সরকার আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে সভা-সমাবেশ না করতে রাজনৈতিক দলগুলো এবং ভিন্নমতালম্বীদের হুমকি দিয়েছে। গত ১৪ মার্চ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলন করে ১৭-২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান চলাকালে রাজনৈতিক দলগুলোকে কর্মসূচী না দেয়ার জন্য বলেন। যদি কোন রাজনৈতিক দল তাঁর কথা না মানে তাহলে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান। সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনকে সামনে রেখে যারা মোদি বিরোধী মিছিল-মিটিং করছে কিংবা করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ শক্তভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৫]

৩. বিরোধী রাজনৈতিকদল ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশে সরকার এবং সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে। এই সময়ে সমাবেশে যোগ দেয়ার কারণে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের আটক করে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ এবং হরতাল চলাকালে পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে ১৯ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন।

৪. গত ৩ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। এই ঘটনায় ১২ জন আহত হন।[৬]

৫. গত ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শাহবাগে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং পাঁচজন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়।[৭]

৬. কারাগারে লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো একটি মশাল মিছিল বের করলে শাহবাগ মোড়ে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ মিছিল থেকে ৫ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে।[৮]

৭. কারাগারে লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যু ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের খেতাব 'বীর উত্তম' বাতিলের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এক সমাবেশের আয়োজন করে। পুলিশ এই সমাবেশে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দেয়। হামলার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে, ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে এতে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী আহত হন।[৯] এই ঘটনায় শাহবাগ থানার এসআই পলাশ সাহা

---

[৫] ঢাকা ট্রিবিউন, ১৪ মার্চ ২০২১; https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2021/03/14/32756

[৬] নয়াদিগন্ত, ৪ জানুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/553437/

[৭] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/561250/

[৮] মানবজমিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=264215

[৯] প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-3-1&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

বিএনপি নেতা হাবিব-উন-নবী খান ও যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিনসহ ৪৭ জন নেতার নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা দুই শ থেকে আড়াই শ ব্যক্তিকে আসামী করে গত ১ মার্চ একটি মামলা দায়ের করেন।[১০] এই ঘটনায় পুলিশ ছাত্রদলের ১৩ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, আহসান হাবিব ভূঁইয়া, কবির হোসেন, মঞ্জুরুল আলম, মনোয়ার ইসলাম, আরিফুল হক, আনিসুর রহমান, আতাউর রহমান, মাসুদ রানা, আতিফ মোরশেদ, রমজান আহমেদ, শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহিরাজ ও আবু হায়াত জুলফিকার জিসান। পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত গ্রেফতারকৃতদের ১২ জনকে ৫ দিন এবং একজনকে দুই দিন রিমান্ড মঞ্জুর করে।[১১] রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। [১২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এফ রহমান হল ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হায়াত মোহাম্মদ জুলফিকার জিসানের বাবা জামাল উদ্দিন অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে সাদা পোশাকধারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে এবং রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ তার ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়।[১৩] এছাড়া ঢাকা জেলার সাভার থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সজিব রায়হানকে আটক করতে না পেরে তাঁর তিন ভাই মাসুদ পারভেজ ওরফে জুয়েল, শহিদুল ইসলাম ও সোহেল রানাকে সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা গত ১ মার্চ সাভারের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সাভার থানা হাজতে আটকে রাখে। পরের দিন ২ মার্চ তিন ভাইকে তাঁদের মা আনোয়ারা বেগমের জিম্মায় ছেড়ে দেয় পুলিশ।[১৪]

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করতে গেলে পুলিশ লাঠিপেটা করে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে কয়েকদফা পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। ছবিঃ প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০২১

৮. গত ২৩ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অতিথি করার প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কর্মসূচীতে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ। হামলায় ছাত্রজোটের ২৫ জন নেতাকর্মী আহত হন।[১৫]

---

[১০] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০২১ https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2021-3-2

[১১] প্রথম আলো ২ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2021-3-2, ছাত্রদলের ১ নেতা-কর্মী রিমান্ডে, প্রথম আলো ১ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ছাত্রদলের-১৩-নেতাকর্মী-রিমান্ডে

[১২] যুগান্তর ২ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/politics/398065/

[১৩] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

[১৪] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ছাত্রদল-নেতাকে-না-পেয়ে-আটক-তিন-ভাইকে-ছেড়ে-দিয়েছে-পুলিশ

[১৫] প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/প্রগতিশীল-ছাত্রজোটের-কর্মসূচিতে-ছাত্রলীগের-হামলা

প্রগতিশীল ছাত্রজোট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করতে গেলে ছাত্রলীগের হামলার মুখে পড়ে। ছবি: প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০২১

৯. গত ২৫ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধীতা করে ঢাকায় ডাকসু'র সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরুর নেতৃত্বে যুব অধিকার পরিষদ বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ মতিঝিল এলাকায় মিছিলে হামলা চালায়। এই ঘটনায় প্রায় ৫০ ব্যক্তি আহত হন।[১৬]

১০. গত ২৬ মার্চ নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরোধীতা করে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় জুমার নামাজের পর হেফাজতে ইসলামসহ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও মুসল্লিরা বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সময়ে পুলিশের সঙ্গে মিলে মসজিদের বাইরে আগে থেকেই অবস্থানকারী ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবকলীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়।[১৭] পুলিশ এই সময়ে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ১ হাজার ১৩৭ টি গুলি (৮২৭ টি রাবার ও ৩১০ টি সিসা) ছুঁড়ে এবং ৯৩টি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।[১৮] হামলায় আহত ৫৫ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।[১৯]

---

[১৬] নয়াদিগন্ত, ২৬ মার্চ ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/571648/

[১৭] মানবজমিন, ২৬ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=267771

[১৮] প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/বায়তুল-মোকাররম-এলাকায়-পুলিশের-১১০০-গুলি-৯৩-কাঁদানে-গ্যাসের-শেল

[১৯] মানবজমিন, ২৬ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=267783&cat=1/

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বায়তুল মোকারম মসজিদের উত্তর গেটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে হেফাজতে ইসলামসহ বেশ কয়েকটি ইসলামপন্থি সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের। এইসময় পুলিশের সঙ্গে অভিযানে যোগ দেয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেকার্মীরাও। ছবিঃ মানবজমিন, ২৬ মার্চ ২০২১

১১. ঢাকার বায়তুল মোকাররমে পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের হামলা ও নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ আগমনের প্রতিবাদে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মাদ্রাসার ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ বাধা দিলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ছাত্ররা থানায় ইটপাটকেল ছুঁড়লে থানার জানালা ও দরজার কাঁচ ভেঙে যায়। এই সময় পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালালে ৬ জন মাদ্রাসা ছাত্র গুলিবিদ্ধ হন।[২০] এরমধ্যে হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্র নাসির উল্লাহ (২২), রবিউল ইসলাম (২২), কাজী মিরাজুল ইসলাম (২২) এবং দরজি দোকানি ওয়াহিদুল ইসলাম (১৮) নিহত হন।[২১] ঢাকা ও চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্ররা শহরে বিক্ষোভ করেন। এই দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনসহ পাঁচটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং দুইটি গাড়ি ভাঙচুর করে সেগুলেতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।[২২] এই দিন পুলিশের গুলিতে মোহাম্মদ আশিক (২০) নামে একব্যক্তি নিহত হন ।[২৩]

---

[২০] নয়া দিগন্ত, ২৬ মার্চ ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/571811/

[২১] প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/সরকারি-হিসাবে-নিহত-১৭-জন-বেশির-ভাগই-সাধারণ-মানুষ

[২২] প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-3-27&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[২৩] নয়াদিগন্ত, ২৬ মার্চ ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/571875/

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের প্রতিবাদে হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। ছবিঃ মানবজমিন ২৬ মার্চ ২০২১

হরতাল সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লংঘন

১২. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশের আগমনের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদে মুসল্লিদের ওপর হামলা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের গুলিতে নেতা-কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলাম গত ২৮ মার্চ সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। হরতালের আগের দিন ২৭ মার্চ হরতালের সমর্থনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের নন্দনপুর এলাকায় হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা মিছিল বের করেন। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয়রাও মিছিলে যোগ দেন। সেখানে পুলিশ মিছিলে বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তখন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যরাও পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সময় ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন, সিএনজি চালক জহিরুল ইসলাম (৪০), হাফেজ কাওসার আহমেদ (২০), শ্রমিক বাদল মিয়া (২৮), মাদ্রসা ছাত্র হোসাইন আহমেদ (২২), কাঁচামাল ব্যবসায়ী কাউসার (৩০), মোহাম্মদ মোশাহিদ মিয়া (১৮) ও দর্জি দোকানের কর্মচারী মোহাম্মদ ফয়সাল (১৭)।[২৪] এদিকে একই দিনে শহরে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীরা 'জঙ্গিবিরোধী' একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি টিএ রোড অতিক্রম করার সময় মিছিলকারীরা কান্দিপাড়ার জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ে এবং হাত বোমা নিক্ষেপ করলে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় হাফেজ মোহাম্মদ জোবায়ের (১৪) নামে একজন মাদ্রাসাছাত্র নিহত হন।[২৫] সদর উপজেলার বুধল এলাকায় হরতালের সমর্থনে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের মিছিলে পুলিশ ও বিজিবি গুলি চালালে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হন। আহতদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৬]

---

[২৪] নিহতের সংখ্যা কত ১৩,১৫ না ১৬ প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২১

[২৫] প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-3-28&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[২৬] নয়াদিগন্ত, ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/572256/

১৩. হরতালের দিন সারা দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামী এর কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় হরতাল সমর্থকরা থানা ও পুলিশ ফাঁড়িসহ বিভিন্ন সরকারি অফিস, প্রেসক্লাব ও আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলা, রেল লাইনের নাট-বল্টু খুলে নেয়া এবং গাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এই সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ-বিজিবি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হেফাজত কর্মীদের সংঘর্ষে পুলিশ ও বিজিবি'র গুলিতে পাঠানপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রসার প্রাক্তন ছাত্র মোহাম্মদ আল আমিন (১৯), রিকশাচালক লিটন (৩০), শ্রমিক কামাল মিয়া (৩২), কালন মিয়া (৪০), চাকরিচ্যুত শ্রমিক আশিকুল ইসলাম (৩২) ও কাপড়ের দোকানের কর্মচারী আবদুল্লাহ রাতিম (২২) নিহত হন।[২৭] হরতাল সমর্থকরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং সরকার সমর্থক পত্রিকা দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রিয়াজউদ্দিন জামি'র ওপর হামলা চালালে তাঁকে আহত অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৮] নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীতে 'নোয়াখালী টিভি সাংবাদিক ফোরাম' কার্যালয়ে হরতাল সমর্থকরা হামলা চালালে এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি মানিক ভূঁইয়া, একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি ইয়াকুব নবী ইমন ও ক্যামেরা পারসন মনির হোসেন আহত হন।[২৯]

১৪. ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের সাইনবোর্ড এলাকায় পুলিশ-বিজিবি'র সঙ্গে হেফাজতে ইসলাম এর নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের সময় শাকিল (২৫) নামে একজন ফার্নিচার মিস্ত্রি গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৩০] মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানে হরতালের সমর্থনে মিছিল বের করা হলে পুলিশ ও সরকারদলীয় সমর্থকরা মিছিলে বাধা দেয়। এই সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হলে পুলিশ হেফাজত এর নেতা-কর্মীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে হেফাজতে ইসলাম এর কেন্দ্রীয় নেতা আল্লামা আব্দুল হামিদ পীর মধুপুর গুলিবিদ্ধ হন। আব্দুল হামিদ পীরের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা বিপ্লব ও আলমগীরের বাড়িঘর ভাংচুর করে।[৩১] ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চূড়খাই এলাকায় হেফাজতের নেতা-কর্মীরা হরতালের সমর্থনে মিছিল বের করলে পুলিশ তাঁদের ওপর রাবার বুলেট ছুঁড়লে ৩ জন গুরুতর আহত হন। নগরীর মাসকান্দা এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর হামলা চালালে কমপক্ষে ৭ জন আহত হন।[৩২] সিলেটে হরতালের বিরোধীতা করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে মহাজনপট্টি এলাকায় গেলে অজ্ঞাত একজন মিছিলে ঢিল ছুঁড়ে। এতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ এলাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায় এবং একজন চালের দোকানের শ্রমিককে ছুঁরিকাঘাত করে। এতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে তাঁদের হরতালের পিকেটার হিসেবে চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করে।[৩৩] হরতালকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যও আহত হন।[৩৪]

---

[২৭] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/নিহতের-সংখ্যা-কত-১৩-১৫-না-১৬

[২৮] যুগান্তর, ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/406432/

[২৯] ইনকিলাব ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.dailyinqilab.com/article/369064/

[৩০] মানবজমিন, ২৮ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=268008&cat=1/, অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩১] ইনকিলাব, ২৯ মার্চ ২০২১; https://www.dailyinqilab.com/article/369199/

[৩২] ইনকিলাব, ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.dailyinqilab.com/article/369085/

[৩৩] প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/সিলেটে-আলীগের-মিছিলে-ঢিল-ককটেল-বিস্ফোরণ-আটক-৫

[৩৪] যুগান্তর ২৮ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/406436/

হরতালের সমর্থনে সাইনবোর্ড এলাকায় পুলিশ-বিজিবির সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছবিঃ মানবজমিন, ২৮ মার্চ ২০২১

১৫. এই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার পল্টন থানায় ২টি ও যাত্রাবাড়ি থানায় ২টি , নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ৬টি ও কিশোরগঞ্জের সদর থানায় ১টি এবং ৩১ মার্চ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় ৬টি ও আশুগঞ্জ থানায় ২টি মোট ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এইসব মামলায় অজ্ঞাতনামাসহ ১০ হাজার ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে। অভিযুক্তরা সবাই বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মী। পুলিশ এরমধ্যে কিশোরগঞ্জে ৭ জনকে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় দায়ের করা দুই মামলায়ই থানা বিএনপির আহ্বায়ক আলী হোসেন প্রধানকে আসামী করা হয়েছে। কিন্তু আলী হোসেন প্রধান ঘটনার অনেক আগেই কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় মারা যান।[৩৫]

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

১৬. গত তিনমাসে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, শিক্ষার্থী, সাধারণ নাগরিকদের প্রতি নৃশংসতা, পরিবেশ অধিকার আন্দোলনের কর্মীকে বোমা হামলায় জড়িত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার চেষ্টা, নারীর ওপর সহিংসতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাতের ঘটনাসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং একে অপরের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি।

১৭. **চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৩০ জন নিহত ও ২১৪৫ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ১৩৭ টি ও বিএনপি'র ০৫ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৯ জন নিহত ও ৯৮০ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

[৩৫] প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-3-31&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

১৮. যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) নেটওয়ার্ক মেম্বার শেখ সাইফুল্লাহ এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা একটি ইটভাটার বিরুদ্ধে বেলার সহযোগিতায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করলে আদালত ইটভাটাটি বন্ধের নির্দেশ দেয়। ইটভাটার মালিক স্থানীয় ব্যবসায়ী ফকরুল ইসলাম যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও যশোর-৬ এর সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এতে তিনি ক্ষিপ্ত হন। এরপর শাহীন চাকলাদার নিজেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য পরিচয় দিয়ে কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জসিম উদ্দিনকে ফোন করে বলেন, আপনি রাতেই থানায় বোমা মারেন। তারপর সাইফুলের নামে মামলা করেন। এরপর বলেন, পুলিশকে সিভিল কাপড়ে পাঠিয়ে ইটভাটায় বোমা মেরে ডাকাতির উদ্দেশ্যে হামলা এমন একটা মামলা দেন। তিনি ওসিকে বলেন, মামলা করতেই হবে।[৩৬] কিন্তু ওসি এবং সংসদ সদস্যের কথোপকথন (অডিও) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শেখ সাইফুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা দেয়া সম্ভব হয়নি।

১৯. ঢাকা মেডিকেল কলেজের শহীদ ডা: ফজলে রাব্বি হলের শিক্ষার্থী ইন্টার্ন চিকিৎসক এএসএম আলী ইমাম শীতলকে কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের নেতারা গত ১৪ জানুয়ারি রড দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে।[৩৭]

২০. গত ৯ মার্চ নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার রূপালী চত্বরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খিজির হায়াত খানের ওপর হামলার প্রতিবাদে সভা চলাকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই ও বসুরহাট পৌরসভার মেয়র কাদের মির্জা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান বাদলের অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের সময় গুলি ছোঁড়া এবং হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই ঘটনায় আলাউদ্দিন (৩২) নামে এক ব্যক্তি নিহত এবং অর্ধশত লোক আহত হন।[৩৮] নিহত আলাউদ্দিনের ছোট ভাই এমদাদ হোসেন এই ঘটনায় কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলায় কাদের মির্জার নাম থাকায় মামলা নিতে অস্বীকার করেন।[৩৯] উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন যাবৎ কোম্পানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের বিবদামান দুই গ্রুপের মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছিল।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিবর্তনমূলক আইন ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২১. জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম সরকার কিংবা সরকার সমর্থিত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ না থাকায় ফেসবুকসহ বিকল্প মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে জনগণ বিভিন্ন সংবাদ/তথ্য আদান-প্রদান করে। কিন্তু গত ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পযন্ত সরকার বাংলাদেশে মোবাইল ৩জি ও ৪জি বন্ধ করে রাখে। ফলে দেশের মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও এর মেসেজিং এ্যাপ ব্যবহার করতে পারেনি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে আগমনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দমন করতে হাতিয়ার হিসেবে ফেসবুক ও মেসেজিং ডাউন করে রাখা হয়।[৪০] এদিকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুস্তাফা জব্বার বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় ফেসবুক বন্ধ করেনি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এটি করেছে।[৪১]

---

[৩৬] প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/অন্যকে-ফাঁসাতে-থানায়-বোমা-মারতে-বললেন-সাংসদ

[৩৭] যুগান্তর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/390896/

[৩৮] প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-3-10&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৩৯] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৩ মার্চ ২০২১; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2021/03/13/627836

[৪০] মানবজমিন, ২৮ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=268012

[৪১] ডেইলি স্টার, ২৯ মার্চ ২০২১; https://www.thedailystar.net/backpage/news/mobile-3g-4g-services-shutdown-places-2068425

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

২২. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে সরকার দেশে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ফলে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই সময়ে সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সমালোচনামূলক তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রয়োগ করে সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০২০ সালের ৪ মে লেখক মুশতাক আহমেদকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। এরপর দীর্ঘ নয়মাস কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।[৪২] ২ মে একই মামলায় কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরকে তাঁর বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় ১৬/১৭ জনের সাদা পোশাকধারী একদল ব্যক্তি। ২০২০ সালের ৬ মে তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। প্রায় ১০ মাস জেলে থাকার পর ২০২১ সালের ৩ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পান কিশোর। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর কিশোর বলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ৬৯ ঘন্টা তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে আটক রেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করা হয়েছে। এই সময়টাতে কিশোর গুমের শিকার হয়েছিলেন। গুম সংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছে-২ এ বলা আছে *'গুম করা' বলতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে বোঝাবে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার করা অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাঁকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে।* কিশোর জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে বেসরকারি একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে নিয়ে তিনি কেন কার্টুন এঁকেছেন সে সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হয়। কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতনের পর তাঁকে র‍্যাবের কার্যালয়ে রেখে আসা হয়।[৪৩] নির্যাতনে কিশোরের ডান কানের পর্দা ফেটে যাওয়ায় তিনি এখন এই কানে শুনতে পান না।[৪৪] র‍্যাবের কার্যালয়ে নেয়ার পর ওখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় মুশতাক আহমেদের। মুশতাক তাঁকে জানান যে, তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেয়াসহ নির্যাতন করা হয়েছে।[৪৫] কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হওয়ার সময়ে দুজনই সরকারের ব্যর্থতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনা করেন এবং এই নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন আঁকেন। মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় গত ১ মার্চ উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাসেলেট। বিবৃতিতে ব্যাসেলেট মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত করাসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পর্যালোচনা, আইনটির প্রয়োগ স্থগিত করা এবং এই আইনের অধীনে আটককৃতদের দ্রুত মুক্তির দাবি করেন।[৪৬]

২৩. **জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/কমেন্ট করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

২৪. মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক রুহুল আমিনকে খুলনার বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকে থাকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা।[৪৭] পরে তাঁর বিরুদ্ধে খুলনার খালিশপুর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় ফেসবুকে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি তথা সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন করাসহ বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অপপ্রচার এবং জনগণের মধ্যে শত্রুতা, অস্থিরতা ও

---

[৪২] ডেইলি স্টার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.thedailystar.net/bangladesh/news/writer-mushtaq-ahmed-no-more-2051177

[৪৩] প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/অজ্ঞাত-স্থানে-৬৯-ঘণ্টা-রেখে-কার্টুন-নিয়ে-প্রশ্ন-মারধর

[৪৪] মানবজমিন, ৩ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=264752

[৪৫] প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/অজ্ঞাত-স্থানে-৬৯-ঘণ্টা-রেখে-কার্টুন-নিয়ে-প্রশ্ন-মারধর

[৪৬] ইউএন নিউজ, ১ মার্চ ২০১৩; https://news.un.org/en/story/2021/03/1086002

[৪৭] মানবজমিন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=264296

বিশৃংখলা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুইদিনের পুলিশ রিমান্ডে দেয় আদালত।[৪৮] উল্লেখ্য, রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অভিযুক্তদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

২৫. আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এবং তাঁর চাচাতো ভাই কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান আতাকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারণে ঈশ্বরদীর পাকশী রেলওয়ে কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রাজিবুল আলমকে পুলিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে গত ৩ মার্চ কুষ্টিয়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ৫ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া শহরে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ভেঙ্গে ফেলে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনা নিয়ে রাজিবুল আলম ফেসবুকে পোস্ট দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান মিজু কুষ্টিয়া মডেল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন।[৪৯]

২৬. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর বিরোধী ভিডিও ফেসবুকে প্রচার করার অভিযোগে ঠাকুরগাঁওয়ে কলেজ শিক্ষার্থী হুমায়ন কবিরকে গত ১৯ মার্চ ঠাকুরগাঁও থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক ডালিম কুমার রায়ের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেফার করা হয়।[৫০]

২৭. গত ২৮ মার্চ ফেসবুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমন নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট দেয়ার অভিযোগে শরিয়তপুরে মুস্তাকিম বিল্লাহ (৩৭) নামের এক ব্যক্তিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।[৫১]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৮. সাংবাদিকদের ওপর সরকার ও সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করার কারণে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে। এই অবস্থায় সাংবাদিকরা নিজেদের ওপর সেল্ফসেন্সরশীপ আরোপ করছেন। সংবাদমাধ্যমগুলো সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করার কারণে কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁদের হয়রানী করা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থেকে কাজ করছেন। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও প্রভাবশালীদের হামলার শিকার হয়েছেন। এই সময়ে একজন সাংবাদিক নিহতও হয়েছেন।

২৯. **২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ০১ জন সাংবাদিক নিহত, ০৩ জন সাংবাদিক আহত, ১১ জন লাঞ্ছিত, ১২ জন আক্রমণের শিকার, ০২ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া ১১ জন সাংবাদিক বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ হয়েছেন।**

৩০. গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌরসভা নির্বাচনের প্রচারণার ছবি মাছরাঙ্গা টিভির ক্যামেরাপারর্সন মাহফুজুর রহমান রুবেল ও দীপ্ত টিভির ক্যামেরাপারসন রফিকুল ইসলাম তুলতে গেলে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র মুক্তার আলীর সমর্থকরা তাঁদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের আহত করে।[৫২]

৩১. গত ১৯ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরফকিরা ইউনিয়নের চাপরাশিরহাট তরকারি বাজারে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই ও বসুরহাট

---

[৪৮] প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-2-28&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৪৯] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/399133/

[৫০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫১] মানবজমিন, ২৯ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=268153

[৫২] প্রথম আলো ৮ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/মেয়র-প্রার্থীর-সমর্থকদের-বিরুদ্ধে-দুই-সাংবাদিককে-লাঞ্ছিত-করার-অভিযোগ

পৌরসভার চেয়ারম্যান কাদের মির্জা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান বাদলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের খবর সংগ্রহ করতে গেলে দৈনিক সমাচার এর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির গুলিবিদ্ধ হন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি মুজাক্কির ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[৫৩]

৩২. গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগদানের বিরোধীতা করে হেফাজতে ইসলামসহ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও মুসল্লিরা ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজের পর বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে মিলে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা যৌথভাবে হামলা চালায়। এই ঘটনার ছবি তুলতে গেলে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের হামলায় প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক হাসান রাজা ও আশরাফুল আলম, ডেইলি স্টার এর এমরান হোসেন ও প্রবীর দাস, দেশ রূপান্তরের হারুন অর-রশীদ, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জয়িতা রায়, নিউএজ এর আবদুল্লাহ অপু, বিডিনিউজের মাহমুদুজামান, ডেইলি সান এর রিয়াজ আহমেদ ও সারাবাংলা ডটনেটের হাবিবুর রহমান আহত হন। এছাড়া পুলিশের ছোঁড়া ছররা গুলিতে বাংলাভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক দীপন দেওয়ান এবং বাংলানিউজের শেখ জাহাঙ্গির আহত হন। এই সময়ে ক্ষমতাসীদলের নেতা-কর্মীরা দেশ রূপান্তর পত্রিকার হারুন অর রশিদের ক্যামেরা কেড়ে নেয় এবং ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলতে অন্যান্য সাংবাদিকদের বাধ্য করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫৪]

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৩৩. অতীতের মতো ২০২১ সালেও আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। এই সময়ে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা

৩৪. বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। পূর্ববর্তী রকিব কমিশনের সময়ে অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক হওয়ার মধ্যে দিয়ে দেশে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও প্রহসনমূলক হওয়ায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে।

৩৫. ২০২০ সালে সারাদেশে পৌরসভার নির্বাচন পাঁচ ধাপে করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। এরমধ্যে ২৮ ডিসেম্বর প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়, ৩০ জানুয়ারি তৃতীয়, ১৪ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম ধাপের পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলো ছিল একতরফা এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই বিরোধীদলের প্রার্থীদের কোণঠাসা করার মধ্যে দিয়ে একতরফা নির্বাচনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের হুমকির কারণে বিরোধীদল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারেননি। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নেতারা সভা-সমাবেশে ভোট কেন্দ্রদখল,

[৫৩] নয়াদিগন্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/564759/

[৫৪] প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-3-27&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়ম করার বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেয়[৫৫] এবং বিরোধীদলের প্রার্থীদের নির্বাচনী সভাগুলোতে হামলা চালায়।[৫৬]

৩৬.চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনিত মেয়র প্রার্থী হাসান কাদির গণুর সমর্থনে গত ৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এক শ্রমিক সমাবেশে পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, "ভোট করার কায়দা আছে। ভোট আগে থাকতে করে ফেলতে হবে। সেন্টারে (কেন্দ্রে) গিয়ে ভোট হবে না।" তিনি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, "ভোটের আগের রাতে গলির মধ্যে বলে আসতে হবে, তুই বাড়ি থেকে নড়বি না। নড়লে তোর খবর আছে, তুই রাজাকার, তুই জামায়াত।"[৫৭]

৩৭.বগুড়া জেলার গাবতলী পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোমিনুল হকের সমর্থনে গত ১৬ জানুয়ারি এক কর্মী সভায় বগুড়া স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সাজেদুর রহমান ভোটারদের হুমকি দিয়ে বলেন, নৌকার প্রার্থীকে ভোট না দিলে কেন্দ্রে আসার দরকার নেই। এই জন্য তিনি নেতা-কর্মীদের ভাগ হয়ে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।[৫৮]

৩৮.নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় বিরোধীদলের নারী কর্মীদেরকেও মারধর করা হয়।[৫৯] স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ক্ষমতাসীনদলকে এই অপকর্মে সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬০] এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করাসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালানো হয়েছে।[৬১] পাবনা জেলার সুজানগর পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রত্যাহার না করায় গত ১৬ জানুয়ারি বিএনপির মেয়র প্রার্থী কামরুল হুদা বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী রেজাউল করিম রেজার সমর্থকরা হামলা চালিয়ে তাঁকে মারধর করে ও হত্যার হুমকি দেয়। বিরোধীদলের পাঁচ কাউন্সিলর প্রার্থীর প্রার্থীতা জোর করে প্রত্যাহার করানো হয়।[৬২] গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌসভার নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট কাজী খানের বাড়িতে ও নির্বাচনী কার্যালয়ে গত ১০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাঙ্গচুর করে।[৬৩]

৩৯.২৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ১২ জানুয়ারি ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ মনোনীত কমিশনার প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাহাদুর ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী কমিশনার প্রার্থী আবদুল কাদেরের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে আজগর আলী বাবুল নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[৬৪]

৪০.নির্বাচনে ব্যালটে ও ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) দুইভাবেই ভোট গ্রহণ করা হয়। তবে ব্যালটে বা ইভিএমে যেভাবেই ভোট হোক না কেন ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে একতরফা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন জালিয়াতির মাধ্যমে অধিকাংশ জায়গায় জয়লাভ

---

[৫৫] মানবজমিন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=262628&cat=1/

[৫৬] প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/সাভারে-নির্বাচনী-প্রচারণায়-বিএনপির-কর্মী-ও-সমর্থকদের-ওপর-হামলা, প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/টাঙ্গাইলে-বিএনপির-মেয়র-প্রার্থীর-নির্বাচনী-সভায়-হামলা-ভাঙচুর

[৫৭] নয়াদিগন্ত, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/khulna/561844/

[৫৮] প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নৌকার-প্রার্থীকে-ভোট-দিলে-কেন্দ্রে-আসবে-না-দিলে-আসার-দরকার-নাই

[৫৯] নয়াদিগন্ত, ১৩ জানুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/555622/

[৬০] সমকাল, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://samakal.com/whole-country/article/210252093/

[৬১] প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/সাভারে-নির্বাচনী-প্রচারণায়-বিএনপির-কর্মী-ও-সমর্থকদের-ওপর-হামলা, প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/টাঙ্গাইলে-বিএনপির-মেয়র-প্রার্থীর-নির্বাচনী-সভায়-হামলা-ভাঙচুর

[৬২] যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/385064/

[৬৩] যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/382819/

[৬৪] প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/দুই-প্রার্থীর-সমর্থকদের-সংঘর্ষ-গুলিতে-নিহত-১

করে।[৬৫] অধিকাংশ পৌর এলাকায় ভোটের দিন নিশ্চিত ভোটার ছাড়া অন্য দল এমনকি নিজ দলের কোনো নেতা-কর্মী ও সমর্থককে ভোটকেন্দ্রে আসতে দেয়নি ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীর সমর্থকরা।[৬৬] পৌরসভার ভোট হলেও আশে পাশের বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে লোকজন এনে বিভিন্ন জায়গায় তাদের দিয়ে জাল ভোট দেয় ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থী।[৬৭] নির্বাচনের দিন কমিশনার পদে ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার সীমিত সুযোগ পেলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে মেয়র পদে সরকারিদলের প্রার্থীর প্রতীক নৌকাতে প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়।[৬৮] ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট না দেয়ায় নারী ভোটারদেরও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা।[৬৯] ভোট ছাড়াও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের জয়ী করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম জেলার রাউজানের সংসদীয় আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী। এরপর থেকে রাউজানে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের জয়ী করার প্রচলন শুরু হয়।[৭০] নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা ভোটারদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভোটার এবারের নির্বাচনে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের আশ্বাসের ভিত্তিতে ভোট দিতে কেন্দ্রে গেলেও তাঁরা আগের নির্বাচনগুলোর পুনারাবৃত্তি দেখতে পান। এই ধরনের একতরফা নির্বাচনের ফলে অধিকাংশ পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল ছিল অবিশ্বাস্য এবং অগ্রহণযোগ্য।[৭১] কিন্তু সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন এই ধরনের নির্বাচনকে সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচন শেষে গত ১৬ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ আলমগীর সাংবদিকদের বলেন, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে পৌরসভার ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৭২] অথচ কমিশনের একমাত্র ভিন্নমতাবলম্বী কমিশনার মাহবুব তালুকদার জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গত ২ মার্চ এক আলোচনা সভায় বলেন, "স্থানীয় সরকার নির্বাচনে একটা অনিয়মের মডেল তৈরি হয়েছে।"[৭৩]

---

[৬৫] প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-1-31&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৬৬] প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/বিএনপির-নেতা-কর্মী-ও-সমর্থকদের-বাড়ির-সামনে-বহিরাগতদের-সশস্ত্র-মহড়া

[৬৭] প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নৌকায়-করে-তাঁরা-ভোট-দিতে-আসেন-চর-থেকে

[৬৮] প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নজিপুরে-ইভিএমে-নৌকা-প্রতীকে-ভোট-দিতে-বাধ্য-করার-অভিযোগ

[৬৯] যুগান্তর, ৩১ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/389487/

[৭০] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/রাউজানে-বিনা-ভোট-রীতিতে-জনপ্রতিনিধি

[৭১] প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-1-30&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৭২] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ভোটার-বেড়েছে-ছিল-অনিয়মও

[৭৩] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/মাহবুব-তালুকদারের-বক্তব্যে-ক্ষোভ-ঝাড়লেন-সিইসি

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী পৌরসভা নির্বাচনে চড়িয়াকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে একদল তরুন এসে সব কটি বুথ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেন। এই সময় কাউন্সিলর প্রার্থী রণবীর সিং ও আবুল কাসেমের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে এক পক্ষের সমর্থকদের লাঠিসোঁটা নিয়ে মহরা দিতে দেখা যাচ্ছে। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০২১

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে তারাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গোপন কক্ষে ভোটারের সঙ্গে আরও দুজনের উপস্থিতি। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০২১

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তড়িয়াকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২১

৪১.২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন বিভিন্ন অনিয়ম, জালিয়াতি ও সহিংসতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণ শুরুর আগে প্রায় ১০টি এলাকায় একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

ভোটাররা যাতে ভয় পেয়ে ভোটকেন্দ্রে না যায় সে জন্য বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ভোট গ্রহণে ইভিএম ব্যবহার করা হলেও কেন্দ্রগুলোর গোপনকক্ষে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর সমর্থিত ব্যক্তি উপস্থিত থেকে ভোটারদের নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করে। ভোটের শুরুতে পাহাড়তলীতে দুই কাউন্সিলার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। ৩৪ নং পাথরঘাটা ওয়ার্ডের ভোটকেন্দ্র দখল করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলার প্রার্থী ইভিএমে ভোট জালিয়াতি করায় বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলার প্রার্থীর এজেন্টরা এর প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাঁদের মারধর করে বের করে দেয়। ফলে পুলিশ-আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সময় পুলিশ ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলার প্রার্থী ইসমাইল হোসেন বালিকে গ্রেফতার করে।[৭৪]

চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাটের এখলাছুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্র। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০২১

চট্টগ্রামে বাকলিয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কেন্দ্রের গোপন কক্ষে দুইজন। পাশে দায়িত্বরত কর্মকর্তা। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০২১

৪২. গত ১৬ জানুয়ারি পৌর নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে রাজশাহী জেলার বাগমারার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ভবানীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নৌকার বিরোধী প্রার্থীদের এজেন্টদের বের করে দেয়া এবং কেন্দ্রে ভোটারদের আসতে বাধা দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৭৫] ঢাকা জেলার সাভার পৌরসভার

[৭৪] মানবজমিন, ২৮ জানুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=260565

[৭৫] প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/বাগমারায়-এজেন্টদের-বের-করে-দেওয়ার-অভিযোগ

স্বর্ণকলি আদর্শ বিদ্যালয়ের দুটি ভোটকেন্দ্রে কাউন্সিলার ও সংরক্ষিত (মহিলা) কাউন্সিলার পদে ভোটাররা গোপনকক্ষে ইভিএমে ভোট দিলেও মেয়র পদে গোপনকক্ষের রাইরে রাখা ইভিএমে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর প্রতীকে (নৌকায়) প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়।[৭৬]

সাভার ১নং ওয়ার্ডে স্বর্ণকলি আদর্শ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকার এজেন্ট গোপন কক্ষের পর্দার নিচ দিয়ে ভোট দিয়ে দেন। ছবিঃ যুগান্তর, ১৭ জানুয়ারি ২০২০

৪৩.গত ৩০ জানুয়ারি পৌর নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ পৌরসভার বিভিন্ন কেন্দ্রে 'সবুজ টুপি' পরা এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার ব্যাজ লাগানো কয়েক শ যুবক ভোটকেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় এবং নিজোরাই বুথে ঢুকে ভোটারদের হাত থেকে ব্যালট কেড়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকায় সিল মারে। জামালপুরের সরিষাবাড়ির আরইউটি উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা প্রিসাইডিং কর্মকর্তার কাছ থেকে জোর করে এক হাজার ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে নৌকায় সিল মারে।[৭৭]

পৌরসভার শব্দলদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারের কাছ থেকে ব্যালট কেড়ে নিয়ে প্রকাশ্যে ভোট দিচ্ছেন এক পোলিং এজেন্ট। । ছবিঃ প্রথম আলো ৩০ জানুয়ারী ২০২১

৪৪.গত ১৪ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া পৌরসভায় দেবগ্রাম শাহ সুলতান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সরকারিদলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট কারচুপির অভিযোগে মিছিল

[৭৬] প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/গোপন-কক্ষের-বাইরে-মেয়রের-ভোট

[৭৭] প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-1-31&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

করে বিক্ষুব্ধ ভোটাররা। কেহিনূর নামে এক ভোটার অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রে গিয়ে তিনি দেখেন তাঁর ভোট দেয়া হয়ে গেছে।[৭৮] মুন্সীগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভায় এনায়েতনগর উচ্চ বিদ্রালয় ভোট কেন্দ্রে বহিরাগত ব্যক্তিদের উপস্থিতির ভিডিও চিত্র ধারণ করার সময় স্থানীয় নিউজ পোর্টাল 'আমার বিক্রমপুর' এর স্টাফ রিপোর্টার সিহাব আহমেদের ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ও পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেয় জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক চিশতিয়া ব্যাপারীসহ ১০/১২ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী।[৭৯]

৪৫. গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম ধাপের নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরা পৌরসভায় মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদের ভিড় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের তৎপরতা থাকলেও গোপন কক্ষে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা জোর করে ভোটারদের ইভিএমে নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করে। একই পরিস্থিতি বিরাজ করছিল রায়পুরার অন্যান্য কেন্দ্রগুলোতে। কোন কোন কেন্দ্রে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে ভোটারদের ভোট দিতে বাধ্য করা হয়।[৮০]

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরা পৌরসভা নির্বাচনে মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নারী বুথে ঢুকে বসে রয়েছেন সোনাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও রায়পুরা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম ইউসুফ জালাল কিসমত। ছবি: প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

দুর্নীতি দমন কমিশন

৪৬. জবাবদিহিতামূলক সরকারের অভাবে দেশে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। উন্নয়নের নামে লুটপাট, অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দরিদ্রদের ত্রাণ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৮১] দুর্নীতির ধারণা সূচকে বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনমন ঘটেছে বলে গত ২৮ জানুয়ারি দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২০ প্রকাশকালে জানিয়েছে বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)। ১৮০টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন স্কোরের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২।[৮২]

৪৭. দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান[৮৩] হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাজ করার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীনদলের চাপে দুদক একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

---

[৭৮] প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/আখাউড়া-পৌরসভা-নির্বাচন-ভোট-না-দিয়েই-ফিরে-গেছি

[৭৯] প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/মিরকাদিমে-সাংবাদিকের-ক্যামেরা-ও-মুঠোফোন-ছিনিয়ে-নিল-ছাত্রলীগ

[৮০] প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/বুথের-মধ্যে-নৌকার-ভূত

[৮১] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/285382

[৮২] মানবজমিন, ২৯ জানুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=260586, টিআইবি; https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/articles-op-eds/6247-2021-01-30-04-57-44

[৮৩] দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

বর্তমান সরকারের সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলেও এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও মামলা দায়েরসহ আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে এই কমিশন।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৪৮. দেশব্যাপী যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটছিল তা ২০২১ সালেও অব্যাহত আছে। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেয়ার কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো চলমান রয়েছে।

৪৯. জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৩৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যাঁদের মধ্যে ০৬ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকেও 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। উল্লেখিত ৩৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে ০৭ জন পুলিশ, ০৫ জন র‍্যাব, ০৭ জন বিজিবি, ১৪ জন পুলিশ-বিজিবি, ০১ জন নৌ পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৩৪ জনের মধ্যে ১২ জন ক্রসফায়ারে, ২১ জন গুলিতে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ০১ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

৫০. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে সরকারের পক্ষে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার কারণে এইসব সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

৫১. এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করে হত্যা, ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[৮৪], মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো, হয়রানি, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। গত তিন মাসে অন্তরীণ অবস্থায় নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে এবং নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ শুধুমাত্র কাগুজে আইন হিসেবে বহাল থাকায় এবং দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আইনে সাধারণত থানাগুলো মামলা গ্রহণ করে না। তখন বাধ্য হয়ে নাগরিকদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু আদালতগুলো অধিকাংশ সময় নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনায় আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের তদন্ত করতে আদেশ দিয়ে থাকে। ফলে এই তদন্ত কখনই নিরপেক্ষভাবে হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে এবং এতে নাগরিকরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন।

৫২. বরিশালে গোয়েন্দা পুলিশের নির্যাতনে রেজাউল করিম রেজা (৩০) নামে একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবীর মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত রেজার বাবা ইউনুস মুন্সি অভিযোগ করেন, ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর নগরের হামিদ খান সড়ক থেকে তাঁর ছেলেকে তাঁর সামনে থেকে তিন জন সাদা পোশাকধারী পুলিশ আটক করে তাকে পিটায়। এরপর তাকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরেরদিন তাকে আদালতে হাজির করলে কোর্ট হাজতে রেজা তার ভাইকে জানায়, সারারাত এসআই মহিউদ্দিনসহ আরো দুইজন ডিবি তাকে রুলার দিয়ে পিটিয়েছে। প্রচণ্ড নির্যাতনের কারণে রেজা সেখানে পায়খানা-প্রস্রাব করে দেয়। সারারাত তাকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। পরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি রাতে তাঁর ছেলে নির্যাতনের কারণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে

[৮৪] প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ক্রসফায়ারের-ভয়-দেখিয়ে-চাঁদা-আদায়ের-অভিযোগে-দুই-পুলিশসহ-তিনজনের-নামে-মামলা

তাকে শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কারা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তাঁকে জানানোর পর তিনি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য হাসাপাতালে গিয়ে দেখেন আঘাতের কারণে রেজার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে এবং সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ১ জানুয়ারি রাতে রেজা মারা যায়। পুলিশ হেফাজতে রেজাউল করিম রেজার মৃত্যুর ঘটনায় গত ৩ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।[৮৫]

৫৩. গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার অধিবাসী বিকাশের এজেন্ট সুজন শেখ মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে মাদারীপুরের শিবচরের সূর্যনগর এলাকায় পৌঁছালে সাদা পোশাকে থাকা দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এএসআই মাহাবুব ও কনস্টেবল সোহাগ সুজন শেখের মোটরসাইকেল থামিয়ে তাঁর কাছে কাগজপত্র দেখতে চায়। সুজন কাগজপত্র দেখালে তা সঠিক নয় এবং এটি চোরাই মোটরসাইকেল বলে তারা দাবি করে। এরপর দুই পুলিশ সদস্য মোটরসাইলটি ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। সুজন চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয় ওই দুই পুলিশ সদস্য। এরপর সুজনের সাথে থাকা মুঠোফোন নিয়ে তাঁর বিকাশ একাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা জোর করে তুলে নেয়। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সুজন শেখ এই ঘটনায় মাদারীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়ের হওয়ার পর এইদিন রাতেই এএসআই মাহাবুব সুজন শেখকে ১ লক্ষ টাকা ফেরৎ দিয়ে মামলা তুলে নেয়ার জন্য বলে।[৮৬]

৫৪. গত ১০ মার্চ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে জামিনে থাকা কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর তাঁকে তুলে নেয়ার পর তাঁর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে মামলার আবেদন করেন।[৮৭] আদালত আবেদন গ্রহণ করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কে এটি তদন্তের নির্দেশ দেয়।

৫৫. বরিশাল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কার্যালয়ে মাদক ব্যবসায়ী সন্দেহে মারুফ সিকদার (২০) নামে এক যুবককে অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবদুল মালেক নির্যাতন করছে এরকম একটি ভিডিওচিত্র প্রকাশ পায়। ভিডিওতে দেখা যায় ঐ যুবকের হাতে ৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট দিয়ে স্বীকারোক্তি নেয়া হয়। মারুফ সিকদার অভিযোগ করেন, আবদুল মালেক তাঁকে লাঠি দিয়ে পেটায়। পেটানোর কারণে মারুফ ইয়াবা রেখেছেন একথা বলতে বাধ্য হন।[৮৮] উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মারুফ সিকদারকে ধরে নিয়ে যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবদুল মালেক। কিন্তু তখন মারুফের ওপর নির্যাতনের ঘটনা জানা যায়নি। বর্তমানে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ায় নির্যাতনের মাধ্যমে অভিযুক্তের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেয়ার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে।

৫৬. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং ঢাকা আইনজীবী সমিতিতে ২০১৯-২০২০ মেয়াদে নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির সদস্য (বিএনপি সমর্থিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি আইনজীবী ফেরামের গণমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক) ইব্রাহিম খলিলকে র‍্যাব সদস্যরা তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করার এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইব্রাহিম খলিল *অধিকারকে* জানান, গত ১১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেরিয়ে দোয়েল চত্বরের কাছে গেলে সাদা পোশাকের ১০/১২ জন ব্যক্তি তাঁকে জোর করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। এরপর ঐ লোকেরা তাঁর চোখ বেঁধে তাঁকে পুরানো ঢাকার চকবাজার এলাকার একটি গলির ভেতরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে চোখের বাঁধন খুলে দিলে ইব্রাহিম খলিল তাঁর হাতে থাকা মোবাইল ফোন থেকে দ্রুত ইমার্জেন্সি নাম্বার ৯৯৯ এ ফোন করে পুলিশের সাহায্য চাইলে কিছুক্ষণের

---

[৮৫] মানবজমিন, ৩ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=264796&cat=1/

[৮৬] প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-2-20&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৮৭] প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/নির্যাতনের-অভিযোগে-কার্টুনিস্ট-কিশোরের-মামলার-আবেদন

[৮৮] দি ডেইলি স্টার, ১০ মার্চ ২০২১; https://www.thedailystar.net/star-live/news/probe-body-finds-youth-was-tortured-narcotics-control-office-2058253

মধ্যে সেখানে পুলিশ চলে আসে। পুলিশ আসার পর তাঁকে আটককারী ব্যক্তিরা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং পুলিশের সামনেই তাঁকে লাঠি দিয়ে পেটায়। র‍্যাবের পরিচয় পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে চলে যায়। এরপর তাঁকে গাড়িতে করে লালবাগ র‍্যাব ক্যাম্প সিপিসি-৩ এ নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ ক্যাম্পে নিয়েও তাঁর ওপর র‍্যাব সদস্যরা নির্যাতন চালায়। এরপর তাঁকে সারারাত ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরিয়ে গভীর রাতে বাবুবাজার ব্রিজের ওপর নিয়ে গিয়ে তাঁকে ব্রিজের ওপর থেকে নিচে পানিতে ফেলা দেয়ার ভয় দেখিয়ে পুনরায় তাঁকে র‍্যাব ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ১২ মার্চ র‍্যাব সদস্যরা ইব্রাহিম খলিলকে চকবাজার থানায় হস্তান্তর করে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৬ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলা দায়ের করে। এরপর চকবাজার থানা পুলিশ তাঁকে আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। গত ১৪ মার্চ ইব্রাহিম খলিল কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান এবং নির্যাতনের কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৮৯]

গুম

৫৭. গুমকে রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসেবে সরকার ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ[৯০] থাকলেও সরকার বারবার গুমের বিষয়টি অস্বীকার করছে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিরাই গুমের শিকার হচ্ছেন বলে জানা গেছে। কোন কোন ব্যক্তিকে গুম করে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং অনেককে আবার গুম করার পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। গুম করার পর অনেকের লাশও পাওয়া গেছে। এখনও অনেকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৫৮. ***অধিকার এর* তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ১১ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ০৬ জনকে পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ০৫ জনকে গুম করে রাখার কয়েক দিন পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।**

৫৯. জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্স (ডব্লিউজিইআইডি) মানবাধিকার কাউন্সেলের বৈঠকে বাংলাদেশের গুম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে, বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে গুমের অব্যাহত অভিযোগ নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ উদ্বিগ্ন। ওয়ার্কিং গ্রুপ গুমের বিষয়ে নিয়মিত অভিযোগ পাচ্ছে। এসব অভিযোগের অনেকগুলোই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। গুমের অভিযোগ নিয়ে দৃশ্যত দায়মুক্তির চর্চা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়ার্কিং গ্রুপ। ২০১৩ সাল থেকে গুমবিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ সফরের অনুমতি পেতে বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানিয়েছিল। গত বছরের এপ্রিলেও বাংলাদেশে সফরের অনুরোধ জানিয়েও সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পায়নি ওয়ার্কিং গ্রুপ।[৯১]

---

[৮৯] অধিকার এর সংগৃহিত তথ্য

[৯০] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তাঁর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/today-print-edition/first-page/2017/01/17/93821)

[৯১] প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/জাতিসংঘের-আলোচনায়-বাংলাদেশের-দুই-গুম-প্রসঙ্গ

৬০. গত ১৪ মার্চ রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার দুল্লা জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ধর্মসভায় ওয়াজ শেষে রংপুরে যাওয়ার পথে ঢাকা বাইতুল মামুর জামে মসজিদের খতিব ও ইসলামী বক্তা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন সাইফি ও তাঁর গাড়ীচালক ফয়সাল এবং সঙ্গে থাকা দুই জন ইমন ও মাহাদি হাসানকে র‍্যাব-১৪ এর একটি দল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর গত ১৭ মার্চ ভোর ৪টায় র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের ছেড়ে দিলে তাঁরা চারজন মুক্তাগাছা থানায় এসে পুলিশকে ঘটনাটি জানান। মীর মোয়াজ্জেম হোসেন সাইফির আত্মীয় যুনায়েদ হাসান জানান, ১৭ মার্চ পুলিশ তাঁদেরকে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।[৯২]

৬১. গত ১১ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ইমতিয়াজ হোসেন সাব্বির (২৪), ফরহাদ বিন নেওয়াজ (২৬), বোরহান (৪০) এবং মাসুদ হোসেন (৩৬) নামে চার যুবক নিখোঁজ হন। এই দিনই সাব্বিরের বাবা সাহাব মিয়া চান্দগাঁও থানায় সাব্বিরের নিখোঁজের বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। অন্য তিন জনের পরিবারের সদস্যরা ১২ মার্চ পাঁচলাইস ও চান্দগাঁও থানাতে তিনজনের নিখোঁজের বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি করেন। ১৪ মার্চ সাব্বিরের পরিবার জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে জানতে পারেন সাব্বিরকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সদস্যরা আটক করে ঢাকায় নিয়ে গেছে। পরে চারজনের পরিবার জানতে পারেন যে, ঢাকার পল্টন থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়।[৯৩]

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬২. অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে অনেক নাগরিককে কোন প্রমাণ ছাড়াই কারাগারে বন্দি করে রাখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে অনেককে রিমান্ডে নিয়ে বা অবৈধ আটকাদেশ দিয়ে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তীতে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর পর নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাঁরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন বলে জানা গেছে। এঁদেরমধ্যে অনেকে মারা যান। এমনিতেই কারাগারগুলোতে সব সময় চিকিৎসকের সঙ্কট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কারাগারে মারা যাওয়া মুশতাক আহমেদ কারাগারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে।[৯৪]

৬৩. দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে কারাগারের ভেতরে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে আটক বন্দীকে নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৪ মার্চ চট্টগ্রাম মহানগার দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমানের আদালতে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে রূপম কান্তি নাথ নামে এক বন্দিকে বৈদ্যুতিক শক ও বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করে নির্যাতনের অভিযোগে রুপম কান্তি নাথের স্ত্রী ঝর্ণা রাণী দেবনাথ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০০৩ এর ৭(১) ধারায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় জেল সুপার, জেলার, কারা হাসপাতালের চিকিৎসক ও রতন ভট্টাচার্য নামের এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, রুপম কান্তি নাথ ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর লেনদেন সংক্রান্ত একটি মামলায় কারাগারে আছেন। নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর মুখে ও অণ্ডকোষে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।[৯৫]

৬৪. সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণক্ষমতা ৪২,৪৫০। ২০২১ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সারাদেশের কারাগারে মোট ৮৩,৮৩৭ জন বন্দি ছিলেন। মোট ধারণক্ষমতার মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে পুরুষ বন্দিদের জন্য ৪০,৫২১ এবং মহিলা বন্দিদের জন্য ১,৯২৯। অথচ মোট ৮৩,৮৩৭ জন বন্দির মধ্যে ছিলেন

---

[৯২] বাংলা ট্রিবিউন, ১৭ মার্চ ২০২১; https://www.banglatribune.com/671755/

[৯৩] The Business Standard, 22 March 2021; https://www.tbsnews.net/bangladesh/crime/3-days-after-missing-4-ctg-men-charged-under-dsa-dhaka-220582

[৯৪] প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০২১, https://www.prothomalo.com/bangladesh/অজ্ঞাত-স্থানে-৬৯-ঘণ্টা-রেখে-কার্টুন-নিয়ে-প্রশ্ন-মারধর

[৯৫] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/চট্টগ্রামে-কারাগারে-বন্দী-নির্যাতনের-অভিযোগ-তদন্তে-সিবিআই

৬৩৮,৪১ জন পুরুষ বিচারাধীন বন্দি, ২,৬৪০ জন মহিলা বিচারাধীন বন্দি, ১৬,৭৩০ জন পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি এবং ৬২৬ জন মহিলা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি ছিলেন।[৯৬]

৬৫. **জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ১০ জন ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে ০৮ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে, ০১ জন নির্যাতনে এবং ০১ জন অপর কয়েদির হাতে মৃত্যুবরণ করেন।**

মৃত্যুদণ্ড

৬৬. দেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আওতায় কোন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে, সরকার তার অপছন্দের ব্যক্তিটিকে বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে বা দীর্ঘদিন কারাভোগ করাতে পারে। কনডেম সেলে কারাবন্দি ব্যক্তিটিকে যেকোন সময়ে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আশঙ্কায় প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকতে হয়। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিয়ত ডেথ রেফারেন্স মামলা এসে জমা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে। জমা হওয়া ডেথ রেফারেন্সের তুলনায় নিষ্পত্তির হার খুবই কম। ফলে সারাদেশে বছরের পর বছর অসংখ্য অভিযুক্ত কনডেম্ড সেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৭৮৬টি ডেথ রেফারেন্স মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডেথ রেফারেন্সের পাশাপাশি বিচারাধীন রয়েছে বিধি মোতাবেক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের দায়ের করা নিয়মিত জেল আপিলও। ২৮টি ডেথ রেফারেন্সের আপিল নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে।[৯৭]

৬৭. ***অধিকার* এর তথ্য মতে গত ২০২১ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।**

৬৮. গত ২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় হরকাতুল জিহাদের ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক আবু জাফর মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। আসামীদের ফায়ারিং স্কোয়াডে 'প্রকাশ্যে' মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ২০ জুলাই গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশস্থল ও হেলিপ্যাডের কাছে ৭৬ কেজি ও ৪০ কেজি দুটি বোমা পুঁতে রাখা হয়।[৯৮]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৬৯. ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়ার মাধ্যমে দেশে জবাবদিহিতাহীন ও দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার কারণে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে গেছে। ক্ষমতাসীনদের আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে এবং অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থার সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণে দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এই সুযোগে ব্যক্তি স্বার্থে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার প্রবণতাও তৈরি হয়েছে।

৭০. **২০২১ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ০৪ জন নিহত হয়েছেন।**

৭১. গত ১৫ জানুয়ারি কুমিল্লার চান্দিনায় চোর সন্দেহে রবিউল্লাহ (২৮) নামে এক যুবককে গণপিটুনি দেয়া হলে গত ২২ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় একটি হাসপাতালে মারা যান। নিহত রবিউল্লার বোন মাহমুদা জানান, তাঁর ভাই রবিউল্লাহ এক বছর আগে ওমান থেকে দেশে ফেরেন। এরপর তিনি অটোরিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গত ১৫ জানুয়ারি তাঁদের এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর ভাইকে দাওয়াত

---

[৯৬] https://prison.com.bd/

[৯৭] সময়ের আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২১; https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=131398

[৯৮] প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/শেখ-হাসিনাকে-হত্যার-ষড়যন্ত্রে-১৪-জঙ্গিকে-ফায়ারিং-স্কোয়াডে-মৃত্যুদণ্ড

করেন। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে হারুন মেম্বারের নেতৃত্বে একদল লোক তাঁর ভাইকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[৯৯]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭২.নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় নারীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এছাড়া বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ধর্ষণ

৭৩.২০২১ সালে প্রথম তিন মাসে ধর্ষণের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, চট্টগ্রাম মহানগরে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমদের মধ্যে ৬৪ শতাংশই শিশু ও কিশোরী।[১০০] এছাড়া প্রতিবন্ধী নারীরাও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের ভিডিও করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে ভিকটিমদের ব্ল্যাকমেইল করার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

৭৪.**গত তিন মাসে ৩১৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২৬ জন নারী, ১৮৪ জন মেয়ে শিশু এবং ০৭ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১২৬ জন নারীর মধ্যে ২৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ১৮৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ০৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০৪ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৬৪ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৭৫.মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ার বরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ এক গৃহবধুকে জিম্মি করে ধর্ষণ করে এবং ঐ ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে চেয়ারম্যানের ভাগনে আশিকুর রহমান। পরে আশিক ওই ধর্ষণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে ঐ গৃহবধুর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা আদায় করে এবং বিভিন্ন সময়ে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় গৃহবধু বাদী হয়ে ঢাকার সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে চেয়ারম্যান হারুন অর রশীদসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[১০১]

যৌন হয়রানি

৭৬.যৌন হয়রানির ব্যাপকতা ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসেও অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৭৭.**জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ২৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০২ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ০১ নিহত, ০২ জন লাঞ্ছিত, ০১ জন অপহৃত এবং ২১ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া নারী ও শিশুদের ওপর সংঘটিত যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ০৮ জন পুরুষ আহত হয়েছেন, ০১ জন পুরুষ বখাটে কর্তৃক হত্যার শিকার হয়েছেন এবং প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভিক্টিমদের আত্মীয় ০৩ জন নারী বখাটেদের আক্রমনের কারণে আহত হয়েছেন।**

৭৮.গত ৬ জানুয়ারি যশোরের অভয়নগরে এক প্রবাসীর স্ত্রী তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে ফেরার পথে নওয়াপাড়া বাজারের কাছ থেকে অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ইমাদুল হক ঐ নারীর সন্তানকে খুন করার হুমকি দিয়ে নওয়াপাড়া

---

[৯৯] নয়াদিগন্ত, ২২ জানুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/557645/

[১০০] প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/চট্টগ্রামে-ধর্ষণের-শিকার-৬৪-শিশু-কিশোরী

[১০১] যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/385405/

রেল বস্তির একটি ঘরে জোর করে নিয়ে যায়। এরপর ওই নারীকে বিবস্ত্র করে মোবাইলে তার ভিডিও ধারণ করে। পরে ইমাদুল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুকে) ভিডিওটি ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী গত ১১ জানুয়ারি অভয়নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ ইমাদুল হককে গ্রেফতার করে।[১০২]

৭৯. গত ২০ জানুয়ারি বরিশাল শহরের বিসিক শিল্প নগরীতে ফরচুন সুজ কোম্পানীর নারী শ্রমিকদের উত্ত্যক্ত করছিল বরিশাল নগর ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সোহাগ হাওলাদার। কারখানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুলিশ ও র‍্যাবকে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সোহাগ হাওলাদারকে আটক করে কাউনিয়া থানায় নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা কাউনিয়া থানা ঘেরাও করে সোহাগ হাওলাদারকে আটকের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে। অন্যদিকে সোহাগ হাওলাদারের বিচারের দাবিতে শ্রমিকরা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে।[১০৩]

যৌতুক সহিংসতা

৮০. ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তিভোগীরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর ব্যাপকভাবে সহিংসতা চলছে। যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, শ্বাসরোধ ও কুপিয়ে হত্যা ও আহত করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটছে।

৮১. **গত তিন মাসে মোট ৪০ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বাল্যবিবাহের শিকার ০১ জন শিশু যৌতুকের কারণে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া ১৫ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ২৪ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।**

৮২. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ায় গৃহবধু লিমা খাতুনকে দেড় ভরি স্বর্ণ যৌতুক না দেয়ায় তাঁর স্বামী সবুজ আলী ও তার স্বজনরা পিটিয়ে হত্যা করেছে।[১০৪]

৮৩. গত ১ মার্চ নোয়াখালীর সুবর্ণচরের চরক্লাক ইউনিয়নের চর উরিয়া গ্রামে ১ লক্ষ টাকা যৌতুক নেয়ার পর দাবীকৃত আরও যৌতুকের টাকা না দেয়ায় গৃহবধু রুনা বেগমকে তাঁর স্বাসী রাসেল পিটিয়ে হত্যা করে। পুলিশ রাসেলকে গ্রেফতার করেছে।[১০৫]

এসিড সহিংসতা

৮৪. দেশে এসিড সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ে ছোট শিশু এবং বৃদ্ধ নর-নারীর ওপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে।

৮৫. **চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ০৯ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে ০৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী, ০২ জন মেয়ে শিশু এবং ০১ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ। উল্লেখিত এসিড দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ০১ জন নারীকে যৌতুকের দাবিতে, ০৩ জনকে পারিবারিক কলহের কারণে, ০১ জন নারীকে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে, ০১ জন নারী প্রেমের প্রস্তাবের সাড়া না দেয়ায়, ০১ জন নারী তাঁর স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে এবং অজ্ঞাত কারণে ০১ জন নারী ও ০১ জন শিশুর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারা হয়েছে।**

৮৬. গত ৮ জানুয়ারি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ায় আফিয়া আক্তার মীম নামে ছয় মাস বয়সী এক শিশুর কানসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে এসিড ঢেলে দেয় শামসুন্নাহার নামে এক নারী। আহত অবস্থায় শিশুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে যাওয়া

---

[১০২] যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/383274

[১০৩] মানবজমিন, ২০ জানুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=259523&cat=1/

[১০৪] যুগান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/394652/

[১০৫] নয়াদিগন্ত, ২ মার্চ ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/566256/

হয়। পুলিশ শামসুন্নাহারকে গ্রেফতার করেছে। কী কারণে শামসুন্নাহার শিশুটির ওপর এসিড মেরেছে সে ব্যাপারে শিশুর পরিবার কিছু বলতে পারেনি।[১০৬]

৮৭.গত ১৪ জানুয়ারি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জে কলহের জের ধরে অটোরিকশাচালক নুরে আলম তার বৃদ্ধ বাবা বোরহান উদ্দিন ও মা পারভিন আক্তারকে মারধর করে তাঁদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করে।[১০৭]

শ্রমিকদের অধিকার

৮৮.চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবস্থা

৮৯.এই সময়ে শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নারী শ্রমিকরা কারখানায় বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৯০.গত ৯ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার আদমজী ইপিজেড এলাকায় কুনতং অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া ভাতা ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরবর্তীতে শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে ঢাকা-ডেমরা সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ১০ জন আহত হন।[১০৮]

নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেড এলাকায় মারমুখী পুলিশ। ছবি: প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২১

৯১.গত ৯ জানুয়ারি ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন করেন বাটা সু কম্পোনীর শ্রমিকরা। মাহবুবুর রহমান নামে একজন শ্রমিক জানান, ১৩ বছর চাকরি করার পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে জোর করে স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার

[১০৬] যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/383324/
[১০৭] যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/384243/
[১০৮] প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২১; প্রথম আলো ১০ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-1-10

আবেদনে সই করিয়ে নেয়। চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর তিনি পরিবার নিয়ে ভীষণ অর্থকষ্টে জীবন যাপন করছেন।[১০৯]

৯২. গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম নগরের আল আমিন নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে অক্সিজেন এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন।[১১০]

অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর)

৯৩. অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) ক্ষেত্রের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং তাঁদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ শ্রমিকই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী যেমন গ্লাভস, মাস্ক, হেলমেট সরবরাহ না করায় শ্রমিকরা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

৯৪. গত ২০ জানুয়ারি ঢাকার গেণ্ডারিয়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন নয় তলা ভবনের চারতলা থেকে পড়ে জয়দুল বারী (৪০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক মারা যান।[১১১]

৯৫. গত ২৩ জানুয়ারি জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের নির্মাণাধীন ৮ তলা ভবন থেকে পড়ে মিঠু হোসেন (৩৬) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক মারা যান।[১১২]

সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৯৬. ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় ভাংচুর এবং লুটপাট করেছে দুর্বৃত্তরা। এইসব ঘটনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। অতীতের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং সেই ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। এছাড়া এই সময়ে 'সংরক্ষিত বনভূমি দখলদারদের' নামে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের তাঁদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেছে সরকার।

৯৭. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি 'সংরক্ষিত বনভূমি দখলদারদের' তালিকা তৈরি করে ৩০ জানুয়ারির মধ্যে সেখানে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ নোটিশ দিতে বলেছে। তালিকায় আছে টাঙ্গাইলের মধুপুর বনের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির নাগরিকরা। এর প্রতিবাদে গত ২৭ জানুয়ারি ঢাকার শাহবাগে বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ঐতিহ্যগত ও চিরায়ত ভূমি চিহ্নিত করে মালিকানা দেয়া, তাঁদের ভূমিতে সরকারি প্রকল্প বাতিল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[১১৩]

---

[১০৯] প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২১; প্রথম আলো ১০ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-1-10

[১১০] নয়াদিগন্ত, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/565365/

[১১১] যুগান্তর, ২০ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/capital/386006/

[১১২] যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/386934/

[১১৩] প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/মধুপুরের-ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীদের-উচ্ছেদ-পরিকল্পনার-প্রতিবাদ

মধুপুরে জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত বনভূমির নামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শাহবাগে জাদুঘরের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ। ছবি: প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২১

৯৮. সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের ঝুমন দাস নামে এক যুবক হেফাজতে ইসলাম এর কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মামুনুল হককে নিয়ে কটূক্তি করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে এরকম অভিযোগ তুলে দিরাই উপজেলার সরমঙ্গল ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম স্বাধীন এবং পক্কন মিয়া গত ১৬ মার্চ মাইকে ঘোষণা দিয়ে এলাকাবাসীকে উত্তেজিত করে তোলে। এই অবস্থায় হিন্দু অধ্যুষিত নোয়াগাঁও গ্রামবাসী ঝুমন দাসকে পুলিশে সোপর্দ করে। কিন্তু গত ১৭ মার্চ যুবলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম স্বাধীন এবং পক্কন মিয়ার নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে তাঁদের বাড়িঘর, উপাসানালয় ও প্রতিমা ভাংচুর করে এবং লুটপাট চালায়।[১১৪] এই ধরনের হামলার আশংকা করে হামলার শিকার গ্রামবাসী পুলিশকে বিষয়টি আগেই জানান। পুলিশের পক্ষ থেকে তখন হামলা হবে না বলে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা আন্তরিক হলে এই হামলা প্রতিরোধ করা যেতো।[১১৫] স্থানীয়রা জানিয়েছেন হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের সঙ্গে মামুনুল হককে নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার কোন সম্পর্ক নাই। শহীদুল ইসলাম স্বাধীন স্থানীয় বরাম হাওরের কুচাখাই বিলের ইজারাদার। জলমহাল নিয়ে স্বাধীনের সঙ্গে কিছুদিন ধরে গ্রেফতারকৃত যুবক ঝুমন দাসসহ নোয়াগাঁও গ্রামের কিছু লোকের বিরোধ চলে আসছিল। জলমহালে অবৈধভাবে মাছ ধরা ও জলমহালের পানি শুকানোর ফলে চাষাবাদে সেচের পানির সংকটের ব্যাপারে নোয়াগাঁও গ্রামের হরিপদ দাস ও জগদীশ চন্দ্র দাশ শাল্লা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর শহিদুল ইসলাম স্বাধীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ জানুয়ারি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল মোক্তাদির হোসেন সরেজমিনে কুচখাই বিল পরিদর্শন করে অবৈধ শ্যালোমেশিনসহ মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করে জলমহালের পানি ছেড়ে দেন। বাঁধ কাটা ও পানি ছেড়ে দেয়ার দৃশ্য ফেসবুকে প্রচার করেন ঝুমন দাশ। এই ঘটনায় শহিদুল ইসলাম স্বাধীন নোয়াগাঁওয়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে হুমকি দেন এবং মামুনুল হককে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করে পোস্ট দেয়ার কথা বলে এলাকাবাসীকে উত্তেজিত করে হিন্দু অধ্যুষিত নোয়াগাঁও গ্রামে হামলা চালান।[১১৬] এই ঘটনায় ১৮ মার্চ শাল্লা থানায় ৭০ জনের নাম উল্লেখ করে মোট ৭০০ জনকে

[১১৪] যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/403576/

[১১৫] প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০২১; প্রথম আলো ২০ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/হামলা-হতে-পারে-জেনেও-ব্যবস্থা-নেয়নি-পুলিশ

[১১৬] মানবজমিন, ২০ মার্চ ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=266927

অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করা হয়।[১১৭] গত ১৯ মার্চ সিলেটের পুলিশ বুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) শহিদুল ইসলাম স্বাধীনকে গ্রেফতার করে।[১১৮]

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় হিন্দুদের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট। ছবি: যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০২১

গ্রেফতারকৃত যুবলীগ নেতা ও ইউপি সদস্য শহীদুল ইসলাম স্বাধীন। ছবি: যুগান্তর, ২০ মার্চ ২০২১

৯৯. গত ২৮ মার্চ হেফাজতের ডাকা হরতাল চলাকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী মন্দিরে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে কৃষ্ণ ও কালীর প্রতিমা ভাংচুর করে।[১১৯]

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসী মনোভাব

১০০. ২০২১ সালেও ভারতের আগ্রাসী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথম তিন মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে বিএসএফ'র সদস্যরা সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং সীমান্তে মসজিদ পুনর্নির্মাণে বাধা দেয়।

১০১. বাংলাদেশে সফরকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত ৪ মার্চ সাংবাদিকদের বলেন, প্রকৃতপক্ষে সীমান্তে মৃত্যুর ঘটনা ভারতের অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। আমরা একমত হয়েছি যে, প্রতিটি

---

[১১৭] প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/শাল্লায়-হামলার-ঘটনায়-মামলা-আসামি-৭০০

[১১৮] যুগান্তর, ২০ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/403803/

[১১৯] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

মৃত্যুর ঘটনাই দুঃখজনক। কিন্তু আমরা নিজেদের প্রশ্ন করেছি, সমস্যার মূল কারণ কী। কারণটা হচ্ছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। "নো ক্রাইম নো ডেথ অন দি বর্ডার" অথ্যাৎ সীমান্তে কোনো অপরাধ নয়, কোনো হত্যাও নয় বলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।[১২০] এই বক্তব্যের মাধ্যমে ভারত সরকার তাদের "সুট টু কিল পলিসি" আরো সুস্পষ্ট করলো এবং সীমান্তে 'অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের' অজুহাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করাকে বৈধতা দিলো। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সীমান্তে কোন অপরাধীকে হত্যা করা যায় না। অথচ বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন বা গুলি করে হত্যা করে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তির বরখেলাপ। এই চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা।[১২১] নিজ দেশের নাগরিকদের হত্যা করার ব্যাপারে এরকম অজুহাতের পরেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম প্রতিবাদ জানানো হয়নি বরং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ'র হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন,'অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের' কারণেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক কোন হত্যার এবং নির্যাতনের বিচার হয়নি ।[১২২]

১০২. **জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ০২ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ০৩ জন বিএসএফের গুলিতে আহত এবং ০১ জন বিএসএফ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।**[১২৩]

১০৩. গত ১৫ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে ফেরার পথে বিএসএফ'র সদস্যরা গুলি চালালে আবুল কালাম নামে একজন গরু ব্যবসায়ী নিহত হন।[১২৪]

১০৪. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যরা গুলি চালালে শিপপু নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হন।[১২৫]

১০৫. গত ২০ মার্চ মৌলভীবাজারের জুড়ি সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যদের গুলিতে আবদুল মমিন বাপ্পা মিয়া (৪০) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন।[১২৬]

১০৬. সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারের গজুকাটা সীমান্তের ১৩৫৭ নং পিলারের বাংলাদেশ অংশে প্রায় ২০০ বছরের পুরানো একটি মসজিদ পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয় এলাকাবাসী। কিন্তু বিএসএফ'র সদস্যরা এই পুনর্নির্মাণে বাধা দেয়। বিজিবির ৫২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ শাহ আলম সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তারা মসজিদ পুনর্নির্মাণে বাধা দেয়ার পাশাপশি বিধি বহির্ভূতভাবে ১৫০ গজের ভেতরে নো ম্যানস ল্যান্ডে বাঙ্কার নির্মাণ করে অবস্থান নেয়।[১২৭]

---

[১২০] দি হিন্দু, ৪ মার্চ ২০২১, https://www.thehindu.com/news/national/jaishankar-arrives-in-bangladesh-to-prepare-ground-for-pm-modis-visit/article33986980.ece

[১২১] নিউ এজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬; http://archive.newagebd.net/253126/bsf-kills-2-bangladeshis-borders/

[১২২] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭; http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[১২৩] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭; http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_Bangla.pdf

[১২৪] প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/

[১২৫] মানবজমিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=262855

[১২৬] যুগান্তর, ২০ মার্চ ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/403809/

[১২৭] ডেইরি স্টার, ২৩ মার্চ ২০২১; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/সিলেট-সীমান্তে-মসজিদ-পুনর্নির্মাণে-বিএসএফের-বাধা-212345

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন

১০৭. গত ১৮ জানুয়ারি চীনের মধ্যস্ততায় রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ামার ও চীন ত্রিপক্ষিয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ২০২১ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবসন শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। গত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) ব্যবস্থায় মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতির তৃতীয় পর্যালোচনায় রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবসন, জাতিগত বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, রাখাইন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য মিয়ানমারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানায় আন্তর্জাতিক সম্পাদায়।[১২৮] কিন্তু এরপর ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সুচির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।[১২৯] ধারণা করা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে চলমান প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিষয়ক আলোচনা অকার্যকর হয়ে পড়বে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে রাখাইনে মংডু শহরের নয়াপাড়া গ্রামে সেনাক্যাম্প স্থাপন করে মিয়ামারে থাকা অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের দেশ ছাড়া করতে বিদেশী নাগরিক হিসেবে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করে ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড (এনভিসি) নিতে চাপ সৃষ্টি করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। এই সময়ে রাখাইনে বুডিচং এলাকায় রোহিঙ্গা মুসলিম যুবকদের ধরে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী। তাঁরা এনভিসি কার্ড নিতে অস্বীকৃতি জানালে নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন রোহিঙ্গারা। উখিয়া-টেকনাফ ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গাদের সূত্র জানায়, রাখাইনে থাকা রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসার জন্য তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। এই সময়ে বাংলাদেশ সীমান্তে তুমব্রু ও ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারেরর সেনা তৎপড়তা বেড়েছে। সেনারা সীমান্ত এলাকায় নতুন চৌকি নির্মাণ করে সীমান্তে অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে।[১৩০]

১০৮. অন্যদিকে কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তর অব্যাহত আছে। গত ২৯ জানুয়ারি ১৭৭৮ জন[১৩১], ১৪ ফেব্রুয়ারি ৮০০ জন[১৩২], ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ জন[১৩৩], ১৬ ফেব্রুয়ারি ১০১১ জন[১৩৪], ৩ মার্চ ২২৫৭ জন[১৩৫], ৩০ মার্চ ২৯৮২ জন[১৩৬] রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১০৯. গত ২২ মার্চ কক্সবাজার জেলার উখিয়ার বালুখালীর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্পের ৮-ই, ৮-ডব্লিউ ও এইচ, ৯ ও ১০ নম্বর ক্যাম্পে আগুন লেগে প্রায় ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা ঘরহারা হয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৬ শিশুসহ ১৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী মারা যান, ৫৬০ জন আহত হন এবং প্রায় ৪০০ জন রোহিঙ্গা নিখোঁজ রয়েছেন।[১৩৭] হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২৫ তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া থাকার কারণে হাজার হাজার

---

[১২৮] প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2021-1-27

[১২৯] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-2-2&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[১৩০] নয়াদিগন্ত, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/560770/

[১৩১] প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2021-1-30

[১৩২] প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ভাসানচরের-উদ্দেশে-রওনা-দিলেন-আরও-৮-শতাধিক-রোহিঙ্গা

[১৩৩] প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/হাজারো-রোহিঙ্গা-ভাসানচরের-পথে

[১৩৪] যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/393875/

[১৩৫] নয়াদিগন্ত, ৩ মার্চ ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/566587/

[১৩৬] প্রথম আলো ৩১ মার্চ ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ভাসানচরের-উদ্দেশে-৮-শতাধিক-রোহিঙ্গার-যাত্রা

[১৩৭] আল-জাজিরা, ২৩ মার্চ ২০২১; https://www.aljazeera.com/news/2021/3/23/bangladesh-probes-deadly-fire-at-rohingya-refugee-camp

শরণার্থী আটকে পড়েন এবং অগ্নিকাণ্ডের পর কাঁটাতারের বেড়ার কারণে তাঁরা দ্রুত সেখান থেকে বের হতে পারেননি।[১৩৮]

কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী ৮ নম্বর রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আগুন। ছবি: প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০২১

কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা শিবিরে অগ্নিকাণ্ডের পরের চিত্র। ছবি: প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০২১

মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী ও নৌবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

১১০. মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালিয়ে তাদের সীমান্ত দিয়ে ঠেলে বাংলাদেশে পাঠানো ছাড়াও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি ও নৌবাহিনী বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। গত ১৬ জানুয়ারি কয়েকজন বাংলাদেশী জেলে নাফ নদীতে মাছ ধরতে গেলে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী (বিজিপি) তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে মোহাম্মদ ইসলাম নামে এক বাংলাদেশী জেলে নিহত হন।[১৩৯] গত ২০ জানুয়ারি কক্সবাজার জেলার টেকনাফের সেন্টমার্টিন দ্বীপের অদূরে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় মিয়ানমার নৌবাহিনী ৪টি মাছ ধরার নৌকাসহ ২০ জন বাংলাদেশী জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। এই সময় বাংলাদেশী জেলেদের ওপর নির্যাতন চালায় মিয়ানমার নৌবাহিনীর সদস্যরা।[১৪০]

---

[১৩৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২৫ মার্চ ২০২১; https://www.hrw.org/news/2021/03/25/bangladesh-refugee-camp-fencing-cost-lives-blaze

[১৩৯] নয়াদিগন্ত, ১৭ জানুয়ারি ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/556503/

[১৪০] প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/চারটি-নৌকাসহ-২০-বাংলাদেশি-জেলেকে-ধরে-নিয়ে-গেছে-মিয়ানমারের-নৌবাহিনী

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

১১১. মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তার কোন পরিবর্তন হয়নি ২০২১ সালেও। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে চলার ব্যাপারে আদেশ দেয়। এছাড়া ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের[১৪১] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

[১৪১] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সুপারিশসমূহ

১. বাংলাদেশের জনগণকে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা দেয়া আবশ্যক।

২. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৩. নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার অবশ্যই সুরক্ষিত এবং নিশ্চিত করতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা এবং হয়রানি বন্ধ করতে হবে। সরকারকে দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ানএর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২ ও ২০১৩), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও এর বিধিমালা ২০২০ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং এই আইনগুলোর আওতায় দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং ফৌজদারী আইনুযায়ী সাজা দিতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৭. নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৮. গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। গুমকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়ে আভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং গুমের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৯. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সব জেলায় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ২০১০ সালে দেয়া আদালতের রায় অনুযায়ী যৌন হয়রানি বা উত্ত্যক্ত করার সজ্ঞা অর্ন্তভুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১০ ধারা সংশোধন করতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা ও মজুরী কাঠামো তৈরি করতে হবে।

১১. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা, জাতি বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারকে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর হত্যা-নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।

১৩. গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজ দেশে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসানচরে স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরের চারপাশে দেয়া কাঁটাতারের বেড়া অপসারন করতে হবে এবং অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে তদন্তের ফলাফল দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে।

১৪. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।

- সমাপ্ত -